R.N.I. REGN. No. 65000/96 POSTAL REGN. No. OR/BN-32/12-14

ସମୟ SAMAYA

ସମୟ

ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା - ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ

30th ANNIVERSARY

ଏକତ୍ରିଂଶତମ ବର୍ଷ
ସଂଖ୍ୟା : ୩୩୩
ତିଥି : ଏକାଦଶୀ
୦୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପୃଷ୍ଠା- ୧୨, ମୂଲ୍ୟ- ଟ.୫.୦୦
05 November 2026, Thursday

Bhubaneswar | Balasore | Angul | Berhampur | Sambalpur

କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଛଘୁଞ୍ଚା

ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଫେରିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ

୨୧ ଗ୍ରାମରେ ୧୬୩ ଧାରା ଜାରି



କୋରାପୁଟ, ୪ ।୧୧ (ସବ୍ୟୁ): ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ନେଇ କୋଟିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କୋଟିଆ ସୀମାରେ ପୁଣି ତେଜିଛି ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦ । ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ଓ ସୀମାକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ । ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଠେଲାପେଲା ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେବା ପରେ ଓ ସୀମା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପୁଲିସ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସମର୍ଥକ ଓ ପୁଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନେରେଡ଼ିୱାଲେସା ସୀମାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ ଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି । ସୀମାରେ ଚାଲିଛି ବାକଯୁଦ୍ଧ । ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୧୦୦ରୁ (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୪ ।୧୧ (ସବ୍ୟୁ) : କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ର ବିଷୟ ।

କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)

ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

୭୫% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇବର୍ଷ ସୁଯୋଗ



ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪ ।୧୧ : ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ୨୦୨୨ରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୟସଗତ ଗଠନକୁ ଯୁବ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଚାରି ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ଅଳ୍ପ ମନେ କରୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ।

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରି ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ନିୟମିତ ସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇନଥିବା ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେନାରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ଛଅ ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନାର ନିୟମିତ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନୀତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)

ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା

ସିନେଟ୍, ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଜୟ



ୱାଶିଂଟନ୍, ୪ ।୧୧ : ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରମାନେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ସିନେଟ୍ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୦୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ୫୪ ସଦସ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜିତିଥିବାବେଳେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ୪୪ ଜଣ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ୪୩୫ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ୨୩୧ ସଦସ୍ୟ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ୧୪୪ ଜଣ ଜିତିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦର ସଦନ ସିନେଟ୍ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)

ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୪ ।୧୧ (ସବ୍ୟୁ) : ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ କେୟାରଟେକର ହତ୍ୟା କରି ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡକଣା କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । କଙ୍କାଳ ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଦୁଇଟିଯାକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

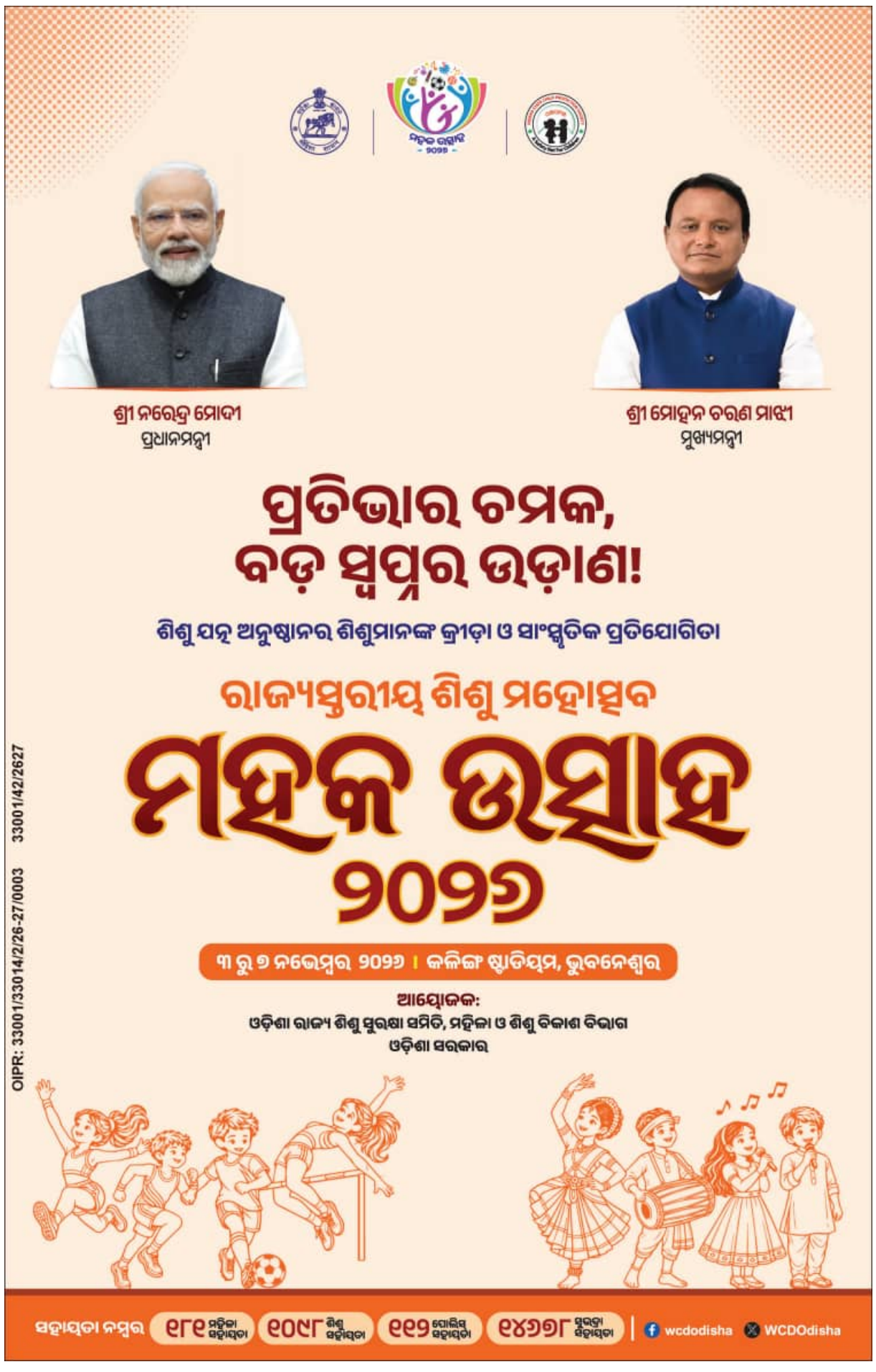
ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦ (୭୬)ଙ୍କୁ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେୟାରଟେକର (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)

ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷତି ଲାଗି ୧୦୭ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୪ ।୧୧ (ସବ୍ୟୁ): ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ନଗଦ ଅନୁଗ୍ରହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୭ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି (ଏସଡିଆରଏଫ୍)ରୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୧୦୭ କୋଟି ୪୪ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୨୬ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବିତ ୪ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୭୮୨ଟି ପରିବାରକୁ ପରିବାର ପିଛା ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହାରରେ (୯ ପୃଷ୍ଠାରେ)





ছোটদের পাতা

ছবি পাঠান

ছবি পাঠাতে হবে ডাকযোগে। খামের উপর লিখতে হবে ছবি পাঠানোর বিভাগের নাম। ছবির পিছনে অবশ্যই নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে পাঠাতে হবে। ছবি ফেরত পাঠানো হবে না। ছবি পাঠানোর ঠিকানা- ছোটদের পাতা, প্রবাসী কলম, ৭৮ বি.কে.দাস রোড, কলকাতা-৭০০০০৭।

ধাঁধা

১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভীতু?

২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ধনী?

৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব বোকা?

৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো?

৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব সুন্দর?

৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ঝগড়াটে?

৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৩০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৩১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৩২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৩৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৩৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৩৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৩৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৩৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৩৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৩৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৪০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৪১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৪২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৪৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৪৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৪৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৪৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

৪৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৪৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৪৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৫০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৫১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৫২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৫৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৫৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৫৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৫৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৫৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৫৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৫৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৬০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৬১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৬২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৬৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৬৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

৬৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৬৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৬৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৬৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৬৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৭০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৭১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৭২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৭৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৭৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৭৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৭৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৭৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৭৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৭৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৮০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৮১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৮২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

৮৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৮৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৮৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৮৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৮৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৮৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৮৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৯০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৯১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৯২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৯৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৯৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৯৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৯৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৯৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৯৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৯৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১০০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১০১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১০২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১০৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১০৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১০৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১০৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১০৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১০৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১০৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

১১০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

১১১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

১১২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

১১৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

১১৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

১১৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১১৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

১১৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১১৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১১৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১২০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১২১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১২২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১২৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১২৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১২৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১২৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১২৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

১২৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

১২৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

১৩০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

১৩১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

১৩২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

১৩৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৩৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

১৩৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৩৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১৩৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১৩৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১৩৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১৪০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১৪১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১৪২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১৪৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১৪৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১৪৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

১৪৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

১৪৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

১৪৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

১৪৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

১৫০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

১৫১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৫২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

১৫৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৫৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১৫৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১৫৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১৫৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১৫৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১৫৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১৬০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১৬১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১৬২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১৬৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

১৬৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

১৬৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

১৬৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

১৬৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

১৬৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

১৬৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৭০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

১৭১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৭২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১৭৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১৭৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১৭৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১৭৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১৭৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১৭৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১৭৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১৮০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১৮১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

১৮২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

১৮৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

১৮৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

১৮৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

১৮৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

১৮৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৮৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

১৮৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

১৯০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

১৯১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

১৯২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

১৯৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

১৯৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

১৯৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

১৯৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

১৯৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

১৯৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

১৯৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২০০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২০১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২০২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২০৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২০৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২০৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২০৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২০৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২০৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২০৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

২১০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

২১১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

২১২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

২১৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

২১৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

২১৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

২১৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

২১৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২১৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২১৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২২০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২২১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২২২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২২৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২২৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২২৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২২৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২২৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

২২৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

২২৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

২৩০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

২৩১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

২৩২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

২৩৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

২৩৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

২৩৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২৩৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২৩৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২৩৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২৩৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২৪০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২৪১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৪২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২৪৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৪৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২৪৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

২৪৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

২৪৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

২৪৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

২৪৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

২৫০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

২৫১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

২৫২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

২৫৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২৫৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২৫৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২৫৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২৫৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২৫৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২৫৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৬০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২৬১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৬২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২৬৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

২৬৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

২৬৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

২৬৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

২৬৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

২৬৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

২৬৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

২৭০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

২৭১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২৭২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২৭৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২৭৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২৭৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২৭৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২৭৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৭৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২৭৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৮০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২৮১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

২৮২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

২৮৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

২৮৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

২৮৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

২৮৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

২৮৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

২৮৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

২৮৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

২৯০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

২৯১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

২৯২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

২৯৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

২৯৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

২৯৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৯৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

২৯৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

২৯৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

২৯৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৩০০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৩০১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৩০২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৩০৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৩০৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৩০৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৩০৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৩০৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৩০৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৩০৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৩১০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৩১১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৩১২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৩১৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৩১৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৩১৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৩১৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

৩১৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৩১৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৩১৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৩২০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৩২১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৩২২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৩২৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৩২৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৩২৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়ক?

৩২৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো গায়িকা?

৩২৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো নৃত্যশিল্পী?

৩২৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো সাংবাদিক?

৩২৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্র?

৩৩০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছাত্রী?

৩৩১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৩৩২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো মেয়ে?

৩৩৩) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ছেলে?

৩৩৪) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো শিক্ষক?

৩৩৫) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ডাক্তার?

৩৩৬) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার?

৩৩৭) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ব্যবসায়ী?

৩৩৮) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো রাজনীতিবিদ?

৩৩৯) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ক্রিকেটার?

৩৪০) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো ফুটবলার?

৩৪১) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেতা?

৩৪২) কোন ফুলের নাম শুনলে মনে হয় সে খুব ভালো অভিনেত্রী?

৩৪৩) কোন ফু



'ସମୟ' କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀନେଶ ଷଡଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଡାକ୍ତର ବିନି ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓଡିଆ ପୁସ୍ତକର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ 'ଅସମର୍ଥ ପୁରୁଷ' ସମୟ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ 'ସମୟ'ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଅମିତ୍ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୪ ।୧୧ (ସବ୍ୟୁ) : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ରିଲିଫ ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଥାୟୀ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ତଥା ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ।



ବାଣ ବିକ୍ରି , ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ

ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ,(ସବ୍ୟୁ): ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ରନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଏସଆଇ ବିଭୀଷଣ ମାଝୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ଇନ୍ଦିପୁର ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ୩୨ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ମିଟୁ ବେହେରା (୩୨) ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ୪୨୮/୨୦୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।ସେହିପରି ଏସଆଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିପୁରରୁ ସିଂହକୁଦା ଛକ ଅଭିମୁଖେ ବାଣ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଅଳଗୁମ ରୋଡ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବାଣ ସହ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡି-୧୩-ଡବ୍ଲ୍ୟୁ-୩୩୫୨ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଘଟଣାରେ ଡାହାଣ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସଓ୍ୱାଇଁ (୨୨)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୪୨୯/୨୦୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି

୬୪୧ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ସବ୍ୟୁ) : ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସେମାନେ ଏଣିକି ସ୍ଥାନ ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇବେ ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ୪୮୮ ଓ ୬୬୨ ବର୍ଗର ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ପାଇବେ ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ ୬୪୧ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ ମାସକୁ ମିଳିବ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା । ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଘର ଠାରୁ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଦୂର ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମାସକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର ଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ "ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ-ସ୍କିଲ୍ସ' ମାନ୍ୟତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,(ସବ୍ୟୁ) : ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ "ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ-ସ୍କିଲ୍ସ' ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଲଫି ସେକଫରାଲ ବର୍ଗରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କୌଶଳ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ଦେବଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୯ରୁ ୨୦୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । "ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ-ସ୍କିଲ୍ସ' ମାନ୍ୟତା ଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ୧୯ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନୋନିତ କରାଯାଇଛି । ତା' ଭିତରେ ଓ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।



""ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଏକ ବ ସଫଳତା ଦେଶର ଦକ୍ଷତା ବକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । "ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ ଓଡିଶା"ସ୍କିଲ୍ଡ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ"ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ୀ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫଂସ୍କାରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ସିଇଓ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଲେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ

ସମ୍ବଲପୁର,(ସବ୍ୟୁ): ସାଧୁତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ମହୁଲପାଲି ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକଫର (ଏସ୍ଆଇ) ସୁଜିତ୍ କୁମାର ମହନ୍ତ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ମିସଲେନିୟସ୍ ମାମଲା ଦଫାରଫା କରିବାକୁ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ବୋଳା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ୨୧/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ



ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଜିତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ମହୁଲପାଲି ଥାନାର ସବ୍-ଇନସପେକଫର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମିସଲେନିୟସ ମାମଲାକୁ ଦଫାରଫା କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାନା ବାହାରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ସଂପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ଦୌଡି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପହଁରି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଥାନା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୫ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

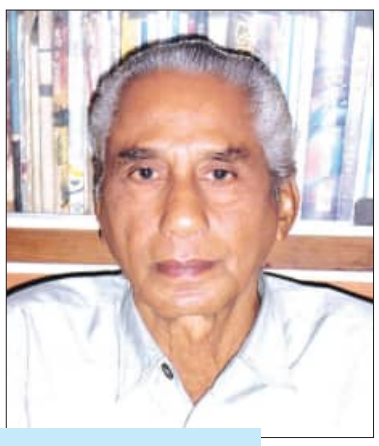
ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ସମ୍ବଲପୁର,(ସବ୍ୟୁ): ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡାଢିପା ଅଞ୍ଚଳର ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ (୫୨) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ୧୭୦/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡାଢିପା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଗତ ୩୧ତାରିଖ ପୁରୀ-ରାଉରକେଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗରିଆମାଲ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ଭୋଜନ ପରେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଗାଡି ନମ୍ବର (ଓଆର୧୫କେ-୮୦୮୭) ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଫେରିବା ବାଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରଲୋକ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ

ଭବାନୀପାଟଣା,(ସବ୍ୟୁ) : ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଶବାଧାରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ବଡ଼ପୁଅ ନୀଳକ= ବେହେରା ଆଶା ସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୮ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ବେହେରା ୧୯୭୭ ଓ ୧୯୮୫ରେ କୋକସରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କୃଷି , ସମବାୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ।୧୯୮୦ରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିବା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ



ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଓ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ଜଣେ ଲେଖକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ 'ବିଜୟୀ' ଓ 'ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କାନାଡା' ଭଳି ବହି ରଚନା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ । ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତୀ ପାଇଁ ସେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, କଳାହାଣ୍ଡି ବରପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ, ମହାବୀର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ, ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସାଗର ଚରଣ ଦାସ, ବର୍ଷାୟାନ ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠକ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂହ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବଶଙ୍କର ନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

26001/66/2627

ଓଡିଶା ସରକାର
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ
ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି
ଆବେଦନର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା

୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST), ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (OBC), ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ (SEBC) ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର (EBC) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍-ମାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍-ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥା ନବୀକରଣ (Renewal) ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍

http://www.scholarship.odisha.gov.in

ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।

ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା	
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ତାରିଖ	୩୧.୧୨.୨୦୨୬
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚର ଶେଷ ତାରିଖ	୧୫.୦୧.୨୦୨୭
ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନର ଶେଷ ତାରିଖ	୩୧.୦୧.୨୦୨୭

ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସୁବିଧାର ସମୟୋପଯୋଗୀ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟସୂଚୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

OIPR: 26001/26053/2/26-27/0002

ସ୍ୱଳ୍প ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା

ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ନହେବା ବନ୍ୟା ବିପ୍ରାତ ପାଇଁ ଦାୟୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବ୍ୟୁ) : ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମାଂଚଳର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ, ଘରଦ୍ୱାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଏବଂ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କଂଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ବସି ଦିନ ରାତି ୨୪ ଘଂଟା ଏହି ସମୟରେ ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଁଚାଇଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାରରେ କୌଣସି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ବୃହତ ଡ୍ୟାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାନୀୟଜଳ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଗୁଡିକ ଗେଟ୍ ବିହୀନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଏଥିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଜଳପ୍ରବାହ ରୋକିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।



ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ରିଜର୍ଭହେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଦୁଃଖଦାୟକ । ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ୟା ବିପ୍ରାତ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଦାୟୀ । ଯଦି ପିପଲପଙ୍କାରେ ଡ୍ୟାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହାଲେ ବିଶେଷ କରି ସୋରଡ଼ା, ଶେରଗଡ଼ ଆଦି ଅଂଚଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାରର ୨ ବର୍ଷର ଶାସନ ଅବଧିରେ ଧନେଇ ରିଜର୍ଭରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚାଳିତଗେଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଡ୍ୟାମ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସୂଚନା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶେଧମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ଏସ୍ଆରସି, ଆଇଏମଡି, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଂଟାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଂଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଂଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଂଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପିର ୧୧ ଜଣ ବିଧାୟକ(ଯେଉଁଥିରୁ ୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ) ଓ ୩ ଜଣ ସାଂସଦ ନିରନ୍ତର ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀସ୍ତରରେ ତ୍ୱରିତ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଦଳୀୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେସବାର୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସୋଆ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ

ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବ୍ୟୁ) : ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ (ସୋଆ)ର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପଦେଷ୍ଟା (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ) ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲି ଏମ୍ସରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଓ ଦୈତ୍ୟନଗରୀର ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସୋଆର କ୍ୟାମ୍ପସ-୨କୁ ଅଣାଯାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍-୨ରେ ପହଞ୍ଚି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୋଆର ଉପସଭାପତି ଶାଶ୍ୱତି ଦାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ-୨ରେ ପହଂଚି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ, ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ପୁଷ୍ପରାଜ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ-୨ ଫୁଲନଖରାର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର (ଡାକ୍ତର) ସ୍ନିଗ୍ଧା ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର, ପ୍ରମେୟର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୭ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଦେବନାରାୟଣ ସେଠାଙ୍କ ସମେତ ସୋଆ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର କର୍ମକର୍ତା ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋଆରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ନିଆଯିବା ସହ ପୁରୀରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ।



ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଡାବାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବ୍ୟୁ) : ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୭ ନମ୍ବର ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ । ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

୭ ନମ୍ବର ଛାତ୍ରୀନିବାସରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜଣ୍ଡିସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୧୦ଟି ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ । ଏଥିସହ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ପରିସ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିସ୍କାର ଭାବେ କରନ୍ତୁ ।

ଜଣ୍ଡିସ୍ ଓ ଝାଡାବାନ୍ତିକୁ ଡରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁ କେତେକ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଲା ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ପାଣି ମଗାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଲାବେଙ୍ଗ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ହେଉଛି । ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମା' ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଲା ୮. ୪୫ ଲକ୍ଷ

ନିରାକାରପୁର,(ସବ୍ୟୁ): ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳିଝର ଗଡ଼ରେ ବିରାଜମାନ ମା' ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହି ହୁଣ୍ଡିରୁ ମୋଟ ୮ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୪୩୦ ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।ଟାଙ୍ଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସନାତନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗଣତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଶିଶୁ ଚକ୍ଷୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

କଟକ, (ସ୍ୱପ୍ର) : ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏଏସ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 'ସୁରକ୍ଷିତ ଆଖି, ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଫଟକା ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଆଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିବା ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଏସ୍ଜି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କଳ୍ୟାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ସୁବିଧାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା, ବୟସ୍କଙ୍କ ତଦାରଖ ବିନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଫଟକା ଜଳାଇବାରୁ ନିବୃତ ରଖିବା, ଫଟକା ନଫୁଟିଲେ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବା , ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଆଖିକୁ ନଘଷିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡ. ରାଜ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡ. ସୋନାଲି ଷଡଙ୍ଗୀ, ଡ. ଖୁସି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡ. ଅରିନ୍ଦମ ରକ୍ଷିତ ଓ ଡ. ଆଦିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସଚେତନତାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି କିଛି ଆଘାତ ଲାଗେ ହେବେ ଡାକ୍ତର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ୧୮୦୦ ୧୨୦୦ ୧୧୧ ହେଲପଲାଇନ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏଏସ୍ଜି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅମୀତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଏଏସ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲର ସୁରକ୍ଷିତ ଆଖି, ସୁରକ୍ଷିତ ଦୀପାବଳି ଅଭିଯାନ



ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ୬ ଗିରଫ

୬୭.୩୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୩ଟି କାର, ୧୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା, (ସବ୍ୟୁ) : ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଏକ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୬୭.୩୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ, ୩ଟି କାର, ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ ୧୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୬.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ଆକଳନ କରିଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଡ଼ଗୁଡୁମ ଅଂଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଗାଇଡାନ୍ସ ଇଂଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡିପିଓ) ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିତରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏସ୍.ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଜୟସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍.ଆଇ ଦୀପକ କୁମାର ପାକଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୁରଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଂଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୁଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲିହା ଗ୍ରାମର ପିତାରଞ୍ଜନ ନାୟକ (୩୨), ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉରୀପଡ଼ାର ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ (୪୪), ଖଇରା



ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲସା ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (୨୨) ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଦାଶ (୨୮), ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନାଇକାଣିଡିହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁରର ଦୀପୁ ମଲ୍ଲିକ (୩୧) ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉରୀପଡ଼ାର ରାହୁଲ କୁମାର ସିଂହ (୨୭)। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀର କାଇଞ୍ଚର ଅଂଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା । ସେଠାରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ପିତାରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବହନ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀପୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ରାହୁଲ କୁମାର ସିଂହ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରହଣ, ବିକ୍ରି ଓ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି । ଏହି ଚାଲାଣରେ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟି.ଏସ -୦୭ୟୁଏଲ-୯୬୩୪, ଓଡି-୩୩ଏଭି-୯୨୦୫ ଏବଂ ଓଡି-୦୨ଡିଡି-୮୫୬୮ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ୩ଟି କାର ରହିଛି । ଏନେଇ ପୁଲିସ ୫୨୪/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବା

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍

ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ହିଞ୍ଜିଳି, ଆସିକା ଓ ଧରାକୋଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ



ବ୍ରହ୍ମପୁର, (ସବ୍ୟ): ବାତ୍ୟା "ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସ୍ଥଳୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଆଠ ଜଣିଆ ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଆଚୁଲି, ହାଣ୍ଡିଘର ଓ ହୀରାଧରବାଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ପୋଲ ଓ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଆସିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ନବରନିପୁର ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଜାହାଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଓ ଜାନିବିଲି ଆନିକଟ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଚାଷଜମିରେ ବାଲିଚର ମାଡ଼ିଯିବା, ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା, ବଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବାସଗୃହ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିମ୍ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଚାଷଜମିକୁ ଯାଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ପରିମାଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଗୋପାଳପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତନଧି ଦଳକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ବଭାଗଓ୍ୱାରୀ କ୍ଷତିର ବିବରଣୀ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମର ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୫୦୦ କୋଟ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତ

ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇ ମାମଲା: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ



ବାରିପଦା, (ସବ୍ୟ) : ପ୍ରାୟ ୫୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶୋଳ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । କୋଲକାତା ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୫୦କୋଟିରୁ ଊଦ୍ଧର୍ବ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇଡିର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ବିଶୋଳ ସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଠକେଇ ନେଟଓ୍ୱାର୍କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଚକସ୍ୱା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ

ଧରାକୋଟ, (ସବ୍ୟ) : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧରାକୋଟ ତହସିଲଦାର ଲମ୍ବୋଦର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରେଡକ୍ରସ ତରଫରୁ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡଙ୍କ ଝିଅ ଦେବଶ୍ରି ଗୌଡ଼ ଓ କ୍ୟାମ୍ପ ନାଇକଙ୍କ ପୁଅ ମନୁ ନାଇକଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଧରାକୋଟ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିରଣ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାହାଡା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ଓ ସୁଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଉଭୟେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଥିବା ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ ।

ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା



କଟକ, (ସ୍ୱପ୍ନ): ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ବାଇଓକେମେଷ୍ଟ୍ରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡା. ମନ୍ମଥ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳନୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧକ୍ଷ ଡ. ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଉପାଧକ୍ଷ ଇଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରଥ ଅଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଫେସର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ଅମାୟିକପଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡା. ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପୋଷ୍ୟରହିତ୍ୟ କରିବା ସହ ପ୍ରଫେସର ଡା. ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଉପଢୋର୍ୟକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର ଡା. ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଡା. ପ୍ରଜ୍ଞଦା ରିଚା ଯୋଷୀ, ଡା. ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡା. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଡା. ନିକୁଞ୍ଜ କୁମାର ଦାସ, ଡା. ବୁଲୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଫେସର ଡା. ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ, ସାରଦା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଏସବିଆଇ ଷ୍ଟାପ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ୪ଶହ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା

ଭଞ୍ଜନଗର, (ସବ୍ୟ) : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟାବହ ବନ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁରୁବାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକା ଜୋନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଭଞ୍ଜନଗର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିରାଣି ସଂଘ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଭଞ୍ଜନଗର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ହୃଷୀକେଶ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା, ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅଲେଖ ବେହେରା, ଶଙ୍କର ଦୋରା, ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦେବରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୋମନାଥ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ସେମାନଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି । କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧକ୍ଷ ଡ. ଗଗନ ବିହାରୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା (ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍) କୋ-ଅୟୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀ ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୪୦୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ୟାକେଟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା । ବାହାଡ଼ାପଦର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହି, ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ, ଗମ୍ଭାରୀଗୋଛା ଏବଂ ବାଇବାଲି ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ

ଭଞ୍ଜନଗର, (ସବ୍ୟ) : ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବାହାଡାପଦର, ଚଢିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପାଡ଼ିତ ୪୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶାୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ ସହ ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସଭାପତି ସଂଜୀବ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ସହ ବହୁ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ସହ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ । ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ଏମ୍ସିଏ, ଏମ୍ବିଏ ଓ ବିସିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନବାଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ବାରିପଦା, (ସବ୍ୟ) : ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର (ଏମ୍ପିସି) ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମ୍ସିଏ, ଏମ୍ବିଏ ଓ ବିସିଏ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡକସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଧକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସେ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଡ. ହିମାବିନ୍ଦୁ ମାରିଙ୍ଗାଣ୍ଡି ଯୋଗଦେଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ)ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଶୈକ୍ଷିକ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଆଲବର୍ଟେନା ଡିକ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ବିଷୟ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଅନାମ ଚରଣ ରାଉଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଡ. ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଲଲିତ କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ମାନସୀ ପରିଡ଼ା, ଡଃ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେ ଓ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ରୂପାଲି ଜେନା, ଅନୁଭବ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ରଜଗୋପାଳ ହାରି, ଆଶିଷ କୁମାର ଧଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ

ବ୍ରହ୍ମପୁର, (ସବ୍ୟ) : ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଆର. ମୁରଲୀମୋହନ । ସହରର ଜଳନ୍ଦୀ ଇଲାକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ନରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ ଓ ଅଭିଯାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଣ୍ଣବ୍ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରେ ମୁରାସ୍ୱୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ନହେଇଥିବାରୁ କିଛି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଯାଇଥିବା ହେତୁ କିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଲ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଜୀବନଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ, ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର, ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତହସିଲଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଶୀଲ ସେନାପତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତିରୁପତି ପାତ୍ର, ବାବୁଲି ଭୂୟାଁ ତୁଳସୀ ନଗର ବଣିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀଙ୍କ କରମା ନୃତ୍ୟ

ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ୩୨ କଳାକାରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ



ବାରିପଦା, (ସବ୍ୟ) : ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ପରିଚୟ । ଗୁଜରାଟର ଏକତା ନଗର (କେଭାଡ଼ିଆ)ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କରମ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ନାଟକରେ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୩୨ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ୨୦ଟି ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସିଂ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀରାମ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ବାରିପଦାରୁ ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ୩୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ମୁଣ୍ଡା ସମାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଦିବାସୀ କଳା, ଭାଷା

ଚୋରି ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, କ୍ରେତା ସମେତ ୮ ଗିରଫ



ଧର୍ମଶାଳା, (ସବ୍ୟୁ): ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଘଟିଥିବା ସିରିଜ ଘର ଚୋରିମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୁଲିସ । ଏନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପରିସରରେ ଆହୁତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏସଡିପିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ ୮ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୫ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ।

ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୁଲିସ ୬ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାର ରାଜଯ, ସେଖମପୁରା ଜିଲ୍ଲା, ଇରଡାଆ ଥାନା ଆଉରା ଗ୍ରାମର ନେମାନ ପାସୱାନଙ୍କ ପୁଅ ଧରମବିର କୁମାର (୨୩) ଆଲିଆସ ପାସୱାନକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଧରମବିର କୁମାର ପାସୱାନ ଏହି ଥାନା ଜାରକା ଜାଲସୁଖା ଅଂଚଳରେ ବିବାହ କରି ଏଠାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଡି ଘର ଚୋରି କରୁଥିଲା । ଏହି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଜାଲସୁଖା ଗ୍ରାମର ନରି ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବାପୁନ ଦାସ (୨୫), ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଡିହିଡି ଥାନା ରଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସଡିଆ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ କୁନା ଦାସ (୩୫), ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସବରଙ୍ଗାଥାନା ପଗଡା ଗ୍ରାମର ସୁକୁଟା ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଭଜୁ ଦାସ (୩୫), ମୃତ ସୁକୁଟା ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୁ ଦାସ (୨୫), ନବ ଦାସ (୨୩), ରମାପେଟୁ ଦାସ (୩୮), କ୍ରେତା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ (୫୪) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ତଦନ୍ତକାରି ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ଏସଆଇ ଜାକସନ ମାଝି ଓ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବ୍ରାଉନସୁଗର, ମଦ ଜବତ: ୮ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, (ସବ୍ୟୁ): ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆୟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ 1 ବିପ୍ର ଚରଣ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଟକୁରା, ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଡେରାବିଶ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଖରି ଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାହୁଙ୍କ (୨୩) ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରୀତିରଜ ଦାସ (୨୨)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପ୍ରଭାକରପୁର ଗ୍ରାମର ନାଥ ଖୁଲର (୩୦)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୮ ଲିଟର ଓ ରାଜୀବ ସେଠୀ (୪୦)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଲଡିଅ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମିନୀ ସଓ୍ୱାଇଁ (୩୬)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୨ ଲିଟର, ଲକ୍ଷ୍ମଠିଆ ଗ୍ରାମର ସୀତା ଭକ୍ତ (୩୫)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୫ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ସନାଇଲୋଗଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ଜେନା (୪୮)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୬ ଲିଟର ଓ ଖଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା (୩୮)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୧ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ମୋଟ ୧୪୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସମେତ ୧୩୨ ଲିଟର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନରେ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଚୋରି ବାଇକ୍‌ରେ ମଦ ବେପାର

ପାଣିକୋଇଲି, (ସବ୍ୟୁ): ଚୋରି ବାଇକରେ ମଦ ବେପାର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି । ବାଇକ ଚୋରି କରି ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରା ମଦ ବେପାର । ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପୁଲିସ ଚୋରା ମଦ ସହ ବାଇକ ଧରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ସତ । ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳେଇପୁର ପଂଚାୟତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଶରତ ବେହେରାଙ୍କ ବାଇକ (ଓଡି୦୪ ଏ୪୦୫୯) ଟିକର ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରଖି କଟକ ଡାଳସଜ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କଟକରୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଇକଟିକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ ଚୋରି କରିନେଇଛି । ଉକ୍ତ ବାଇକରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିବାରୁ ଧାମନଗର ପୁଲିସ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ୩୯୩/୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ପାଣିକୋଇଲି, (ସବ୍ୟୁ): ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନୟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶର୍ମା ଡାଇଭରସନ ନିକଟରେ ଆଜି ଏକ କାର (ଓଡି ୨୨ଜି ୩୫୬୫)କୁ ଆଇଚର ଟ୍ରକ (ଆରଜେ୫୨ଜିଏ ୩୬୯୮)ସାଇଡ ମାରିବାରୁ କାରଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଖବରପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଂଚି ଗାଡି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରକାଶ ଯେ ଉକ୍ତ କାରଟି ପାଣିକୋଇଲି ପଟୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ହଠାତ ଆଇଚର ତାକୁ ଭାରସାମଯ ହରାଇ ସାଇଡ ମାରିଥିଲା ।

ବାଲିବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତକୁ ଯୁବକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ

ମାହାଙ୍ଗା, (ସବ୍ୟୁ) : ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସମସରପୁର ଠାରେ ବିରୂପାନଦୀରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲିମାଫିଆ ମାନେ ବାଲିଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଶୁଭାଷିଶ ପାଲଟା ବେଆଇନ ବାଲି କାରବାର କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସିଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳ ଯୁବକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ନିର୍ଭୟରେ ଚୋରାବାଲି କାରବାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାର ମାହାଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ଗବେଷକ ଡଃ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ

ମାହାଙ୍ଗା, (ସବ୍ୟ) : ମାହାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟଭଞ୍ଜ ସାହିତଯ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ଓ ମାହାଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାରସ୍ୱତ ସେବା ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ମଣିଯୋରୀ ପରିସରରେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଂଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଗବେଷକ ଡଃ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ୭୦ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ୍ୱପନ୍ୟାସିକା ବିଦୁଯଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୌତମ ଚରଣ ଜେନା ଅତିଥିପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ କୁଳପତି ବେଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିରୁବନ୍ନାମଲ୍ଲାଇର ଡଃ ହରିହର କାନୁନ୍‌ଗୋ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନସଚିବ ଡଃ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକ ଡଃ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଁ, ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥିଭାବେ ଗୀତିକାର ବିଶେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ସାହୁ, ମାନସଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ହୃଷିକେଶ ରଥ, କବି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଡଃ ଜୟରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଅକ୍ଷୟ ଭଦ୍ର, ପାଲାଗାୟକ ସତଯାନନ୍ଦ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଡଃ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂପର୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଅଭୟ ଦାସ, କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସିଂହ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖଟୁଆ, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସଦାଶିବ ପଣ୍ଡା, କଲ୍ଲୋଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବିରୂପାକ୍ଷ ରାଏ, ଶରତ କୁମାର ଜେନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୃଷ୍ଟି, ଆଶ୍ରୀବାଦ ଦାସ, ନାଟ୍ୟକାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ, ଡଃ ନିଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ରସରାଜ ବୀରକିଶୋର ସ୍ୱାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଡଃ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଡଃ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାହାଙ୍ଗା , ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି, ସାଲେପୁର ଅଂଚଳର ବହୁ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୬



ସାଲେପୁର, (ସବ୍ୟୁ) : ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି - ୨୦୨୬ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଲେପୁର ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ କୁନ୍ତଳା ଖଟୁଆ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲାବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଜିତା ଭାସ୍କର, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧକ୍ଷ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାର ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ, ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଡଃ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ, ବି ଆର ସି ସି ରଂଜନ କୁମାର ସାମଲ, ଏବିଇଓ ଫିରୋଜ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା କର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସିଆରସିସି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ତର୍କ, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସୃଜନଶିଳ ଲିଖନ, ଶୁତ୍ରଲିଖନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଚିତ୍ରକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ (ସାଂସ୍କୃତିକ) ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିନରେ ଥିବା ୧୯ ଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ସିଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା



ନାଉଗାଁ, (ସବ୍ୟୁ) : ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲଣାହାଟସ୍ଥିତ ପିଏମଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଧବାର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ନିରୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧକ୍ଷା ତୃପ୍ତା ଲେଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅମିତା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଡିଓ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ତହସିଲଦାର ଅକ୍ଷୟ ବଡୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ଜଳଧର ପ୍ରଧାନ, ଏଡିଭିଓ (ଡିସି) ଡା. ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ଦାସ, ଡା. ଭି. ସୁନୟନା ଶିବାନୀ, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯୁଗସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଦାସ ଓ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ । ଗୋପାଳନ ସହ ଘାସଚାଷ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ ତଥା ନିଜସ୍ୱ ପୋଖରୀରେ ମାଛଚାଷ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଏବିଡିଓ ଦିନେଶ ରାୟ, ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୌରଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଯାଜପୁର, (ସବ୍ୟୁ) : ଯାଜପୁର ମୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାଜପୁର ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ୩୨ ତମ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା – ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୬ ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠିଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଦଘାଟନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ନିରୀକ୍ଷକ କୁମାରସେନ ସେନାପତି, ଜିଲ୍ଲା ଶୈକ୍ଷିକ ସଂଯୋଜକ ଡ଼. ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ୩ ଜଣ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତ ମିହିର କୁମାର ନାୟକ, ମୋତିଉର ରେହେମାନ ଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାଉତ ବିଚାରକ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିରନ୍ତରତା ସକାଶେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନବ ସୃଜନ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପତ୍ରମାନ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧୁପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜମଧରର ଛାତ୍ର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦୀ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ଣରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେତା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସଓ୍ୱରୂପ ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ

ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ



ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା

ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସରକାର ଗଠନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ନିହିତ । ନାଗରିକଙ୍କ ମତ ହିଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସଆଇଆର କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ । ଓଡ଼ିଶା ପରି ଭୌଗୋଳିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, ଜନସଚେତନତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଭୋଟର ତାଲିକାର ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନର ଆଧାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନିୟମାନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିଁ ଭୋଟଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ତେଣୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ରହିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟର ନିୟମସମ୍ମତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂଶୋଧନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଫଳତା କେବଳ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଯେପରି ନିଜର ମୌଳିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ୧୯୫୧ ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଠ ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସହରୀକରଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁନିୟୋଜିତ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିକାକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ' ୩୦ ତାରିଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୬କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୩.୩୪ କୋଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୧୩,୮୭,୦୩୪ ଜଣଙ୍କ ଗଣନା ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୩,୧୩,୮୭,୦୩୪ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପୁନଃ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୩,୧୬,୩୨,୭୫୪ ଜଣ ଭୋଟର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧,୬୧,୩୦,୩୧୯ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧,୫୪,୯୯,୬୬୧ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୨,୭୭୪ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁପାତ ୧,୦୦୦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ୯୬୧ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ୩୮ ହଜାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୫,୨୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଯେପରି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ୨୬,୪୪୬ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ ୩୩,୫୧୫ଟି ଫର୍ମ-୬ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧,୪୪୮ଟି ଆବେଦନ ଏବଂ ନୂତନ ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୩୨,୦୬୭ଟି ଆବେଦନ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିବିଧତା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବସ୍ତି, ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଧାରା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତା, ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧାର ସୀମିତ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ସୂଚନାର ଅଭାବ, ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା । ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକା ସର୍ବୋପରି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେହିପରି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ନିଜର ନାମ ଓ ବିବରଣୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସୂଚନାର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚୁ । ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା ଆପତ୍ତିର ସମାଧାନ ଆଇନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରୁ ।

ସମାବେଶୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧାର

ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏକ ସଚେତନ, ସମାବେଶୀ, ନ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଆସ୍ଥା, ସମ୍ମାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ନିହିତ ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଗ୍ରାମୀଣ ପକ୍ଷରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ

ଆଠଗଡ଼ , (ସବ୍ୟୁ) : ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଗ୍ରାମୀଣ ପକ୍ଷରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅରାଜକତା ହଟାଅ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅକୁ ନେଇ ହୋଇ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ର ସୁରକ୍ଷା କୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଗ୍ରାମୀଣ ସଭାପତି ରାମ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଗବନ୍ଧୁ ତୁଙ୍ଗ ସାମନ୍ତ, ଶରତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶରତ କୁମାର ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ।

ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର, ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର

ଫୁଲନଖରା (ସବ୍ୟୁ): ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧରେ କଟକ ସଦର ପୋଲିସର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କ।ଜି।ପା।ଟ।ଣା।-ମୁକା।ମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଜେସିବି ମେସିନ ସହାୟତାରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।ଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଜିପାଟଣା-ମୁକାମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଲେଙ୍କା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଭଳି ମଦ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ।ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ଼ା ଜମିବା ସହ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅଶୋଭନୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧାରଣ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ଏଏସଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସୁକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଜେସିବି ମେସିନ ସହାୟତାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ଓ ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ।ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।ତେବେ କେବଳ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସୀମିତ ନରହି ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବା ସହ ଏଭଳି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନାନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ନହରକଣ୍ଟା ସରସ୍ୱତୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ମାଗଣା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର



ବାଲିଅନ୍ତା,(ସବ୍ୟୁ): ସରସ୍ୱତୀ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ମାଗଣା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଜା"ଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିମିସ ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରଫେସର ଅନିତା ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଦେବୀ ପ୍ରିୟା, ଡାକ୍ତର ଦେବସ୍ମିତି ଓ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଜେନା ଇତ୍ୟାଦି ୧୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଟସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅନିତା ମହାନ୍ତି ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟଶ୍ରୀ ମ

ସମ୍ପାଦକୀୟ



ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପରିଚିତ ନାମ । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ଯେପରି କରାଗଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା । ସେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକ ବି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜଣେ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଏକାମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଜନ୍ମିଥିବା ଜଗା ବଳିଆଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ, ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ବା ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ? ଦୁଃଖର କଥା, ଅନେକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତୀତରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇ ପାରିଥିଲେ । ଯାହା ମନେପଡୁଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ 'ସମାଜ' ସଂପାଦକ ରାଧାନାଥ ରଥ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ମାସ କେତେଟା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ମନୋଜ ଦାସ ଅବଶ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ । ନବେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଭାଷାବିତ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେହି 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ'ରେ ରହିଗଲେ । ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସମାଜସେବୀ ବା ଚିନ୍ତାନାୟକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଦୁଇଜଣ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଏପରିକି ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ'ରେ ରହିଗଲେ । ପଥରଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର 'ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ' ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବା ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ କେହି ଅବଶ୍ୟ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ସର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ । ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ସମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଯଥାକ୍ରମେ କୁଳପତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ସଭାସମିତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଲେଖକ ଲାଭ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ-ଉତ୍କଳ ଅସ୍ମିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ଉତ୍ସବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଅନିତା ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥା'ନ୍ତି । ଏ ଲେଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ 'ପଦ୍ମଶ୍ରୀ' ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ସେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ବୋଲି । ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଲେଖକ କହିଥିଲା ସେତେବେଳେ । ମାତ୍ର ନିଜ କଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦେଇ ନଥିଲେ । ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାନତା ।

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ମୁନା) ତାଙ୍କ ସହ ମୋତେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନେକଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ । ସେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି କୁଳପତି ଭାବେ । ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ କାମ ତ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ? ସେ କହିଲେ, 'ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କାମ ସହିତ କୁଳପତି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବି ।' ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛି ତାଙ୍କର ଜାମାତା ହିସାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ । ସେ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ବୋର୍ଡରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଦୁଃଖର କଥା କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ– ଯେତିକି ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଂଗାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଅନେକ ଥର । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀନେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ।

ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି । ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସ କଥା କେଇପଦ ଏଯାଏଁ ବି ମନେରଖିଛି । 'ସମୟ'ର ସମ୍ପାଦକୀୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରାୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ନିୟମିତ ଏ ଲେଖକକୁ ପଠାଇ ଆସୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ।

ଓଁ ଶାନ୍ତି ।

(ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର)

ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାପାଇଁ ଆଲେଖ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର, ଆପଣ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ଇ-ମେଲ୍‌ରେ ପଠାଇପାରିବେ ।
(ସମସ୍ତ ଲେଖାରେ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଫଟୋ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ)
samayaeditorial2021@gmail.com

ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ଆଲେଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ, ମତାମତ ଆଦି ଲେଖକଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ । ଏଥିପାଇଁ 'ସମୟ' କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା :

ଭୟ ଏକ ଆରୋପିତ ମାନସିକତା–୩



ରତ୍ନାକର ରାଉତ

ପୂର୍ବ ଆଲେଖ୍ୟରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି– ଭୟରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଅବସରରେ ମୋର ମନେପଡୁଛି ପିଲାବେଳେ କଥାକଥାକେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯିଏ ଡରେ ସିଏ ମରେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯିଏ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଡରିଯାଏ, ସେ ସେହି କାମକୁ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ସଂଚୟ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେମନେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା, ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ/ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଆଶ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଅତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲୁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ/ ନ ମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପିଲାଦିନେ କେତେକେତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାମକୁ ଅନାୟାସରେ କରି ହେଉଥିଲା। କେବଳ ମନର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ହିଁ ଯେ କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ବୀରର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଥାଏ, ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ବୀରମାନେ ଯୁଗେଯୁଗେ ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ। ଭୟ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଧାନରେ ନ ଥାଏ। ଏକଲବ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଧର୍ମପଦ, ବାଜିରାଉତ, ଭଗତ ସିଂ ଏମିତି କେତେକେତେ ତ୍ୟାଗୀ, ଯୋଦ୍ଧା, ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦେଶଭକ୍ତ ଦେଶ, ଜାତି ଓ ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ହସିହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭିକତା, ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ।

ଅତଏବ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବ? ମାତ୍ର ଏହି ଚରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ବା ମନରେ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। କତିପୟ ଯୁଗଜନ୍ମା ସେ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ଭୟର ଚାରାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରୋପଣ କରି ତାକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରି ରଖିଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ, ପରିବାର, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନିଜର ବିଚାରଗତ ଅପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅପାରଗତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନର ମହାଭାରତରେ ସଫଳ ଯୋଦ୍ଧା ବା ବୀର, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି,ବୀର ମରେ ଅବା ମାରେ କରି ରଣ। ହସିହସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଇତିହାସ ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ତା ବକ୍ଷରେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତେ କାଳକାଳ ।

ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସୁମାରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚିକିତ୍ସା ବିଶାରଦମାନେ ମତଦେଲେ, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କରୋନାଜନିତ ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଓ ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିଲେ, ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଗଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ରୋଗର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅବାଧ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଲା, ତାହା ରୋଗ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆତଙ୍କ ଓ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟିକରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ମନୋବଳକୁ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ପୋକମାଛି ପରି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସୁମାରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚିକିତ୍ସା ବିଶାରଦମାନେ ମତଦେଲେ, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କରୋନାଜନିତ ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଓ ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ।

ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଂଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିରାକରଣର ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଜରୁରୀ, ତତ୍ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେକ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।(୪)– ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମିକା– ମୁଁ କିଏ? ଆଦିଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ ଯାହା ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ରରେ ସାତ ମିନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଧ୍ୟାନ (Guided meditation) କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ସେହି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସଠି ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ମନେମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, I am not the body, nor even I am the mind. ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏପରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛି? କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କିଏ ମୋତେ ପଠେଇଛି? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅଥବା ମୁଁ କଣ କେବଳ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଚାକିରି, ଏହି ପଦ ପଦବୀ, ଏହି ମାନ, ଅପମାନ, ବଦନାମ ଅବା ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରେ, ସେ କେବଳ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ମନ ନୁହେଁ, ସେ ଚେତନା (Consciousness), ସେ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା।(Awareness i.e. Awakened consciousness) ଯିଏ ସତ୍ୟ, ସନାତନ, ନିତ୍ୟନୂତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅଜର, ଅମର, ଅବିନଶ୍ୱର, ନିରାକାର, ଶୂନ୍ୟସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ସ୍ଥିତିହୀନ ହୋଇଯାଏ।

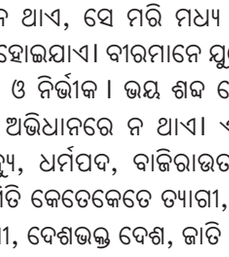
ଶରୀର ମରେ, ଚାକିରି ସରେ, ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପଦପଦବୀ, ଧନ ସମ୍ପଦ, କବଚ, କୁଣ୍ଡଳ, ଉପାଧି, ଉପଢୌକନ ସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ପରନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଚେତନା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ।

ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ/ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣି/ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା–/ ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂଯାତି ନବାନି ଦେହୀ।

(ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ- ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ- ଶ୍ଲୋକ-୨୨) ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବାତ୍ମା ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀରମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ- ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ- ଶ୍ଲୋକ-୨୮ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତମଧ୍ୟାନି ଭାରତ।/ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଅର୍ଜୁନ! ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କଣ ପାଇଁ କରିବା?

(୫)–ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାପନ:– ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଉ। (କ)– ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ।/ ନଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ- ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ- ଶ୍ଲୋକ-୨୩)। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ବି କାଟିପାରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇପାରେ ନାହିଁ। (ଖ)– ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିନ୍–/ ନା ୟଂ ଭୂବା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃଅଜୋ/ ଅଜୋ ନିତ୍ୟଃ ଶାଶ୍ୱତୋୟଂ ପୁରାଣୋ/ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ- ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ- ଶ୍ଲୋକ- ୨୦)। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଆତ୍ମା କୌଣସି କାଳରେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯେ ହୁଏ, ଏପରି ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ ଏବଂ ପୁରାତନ। ଶରୀରକୁ ବଧ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ସାହସ ଆସେ। ସାହସ ମନରେ ଥିଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମନିଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ଜାଣେ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆସୁ। ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବି। ପଡ଼ିବି, ଉଠିବି, ହାରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶେଷରେ ଜିତିବି। ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ନିଜ ମନ, ନିଜ ଭାବନା, ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ଡରୁଛି, ଏହି ଡର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ମୋ ପରିବାରଠୁ ଅବା ସମାଜରୁ, ଏହାର ଉତ୍ସ କଣ, **(କ୍ରମଶଃ)**

ନାରୀର ସପ୍ତ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ



**ଦି

ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ

କୋଟିଆରେ...

ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କୋଟିଆ ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ପରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ଫଗୁଣସିନେରା, ଫାଟୁସିନେରା, ନେନେରେଡ଼ିୱାଲେସାର ୩ ସୀମାରେ ୧୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ସହ କୋଟିଆର ୨୧ ଗ୍ରାମରେ ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୯ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କୁ ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ନେରେଡ଼ିୱାଲେସାରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଓ ୨ଟି ବାଇକରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା । କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାବି ରସିଦ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଓ ସୀମା ଭିତରକୁ ନ ପଶିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଓ ପୁଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟରାଜ୍ୟର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ଣରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଝି, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୁପୁଭତ୍ରା ଏବଂ ବିଜେପି ଟିମ୍, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଓ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ ନାରା ଦେଇ ନେରେଡ଼ିୱାଲେସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଓ ସମର୍ଥକ ସୀମା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାବି ରସିଦ, ପଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଧାରୁଆ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସୌରଭକାନ୍ତ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତପନ କୁମାର ନାୟକ, ସିଡିଓ ବେଣୁଧର ଶବର ପ୍ରମୁଖ ସୀମାରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୋମବାର ଚାଉଳ ଓ ରାସନ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ପଠାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଡିୱାଲସାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଟିମ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ...

ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ପାଇଥିଲେ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏନ୍‌ଡିଏର ଅଂଶୀଦାର ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଛି । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସମ୍ମାନ ରଖିବ ଏବଂ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ନରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ।

ରାଜଧାନୀରେ...

ରଖିଥିଲେ । କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣା ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗତ ୬ମାସ ହେବ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କ ଯନି ନେଉଥିଲା । କାରଣ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି । ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୁଇ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷେ ହେବ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ବଳଭଦ୍ରକୁ କେୟାରଟେକର ଭାବେ ପିଲାମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ହାତ ଓ ମୁହଁକୁ ବଳଭଦ୍ର ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ୬ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଳଭଦ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସ୍କୁଟର ଓ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ରାତି ୨ଟା ୧୫ରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ବୁଧବାର ସକାଳେ କୁଞ୍ଜଲତା ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଆସିବାରୁ ଭଡା ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ସେ ନଶୁଣିବାରୁ ତାଙ୍କ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାରୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ଭଡା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ଝିଅ ପହଞ୍ଚି ତାଲା ପଡିଥିବା ଦେଖିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ପ୍ରଭୃତି ଖୋଲି ଦେଖିବା ବେଳକୁ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ହାତ ଓ ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍.ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଓ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍.ଯାଇ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଇ ପାରେ । ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାର କାରଣ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟର ନଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଖଟ ଉପରେ ସୁନାଗହଣା ଥିବା ଖୋଲଗୁଡିକ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ଗଡ୍ରେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳା ଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ।

ଗାଡକଣ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପାଚେରି ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଲେଓ୍ୱେ ଆର୍‌ପିଏଫ୍ ବାରାକ ମଝିରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଖାଲରେ କଙ୍କାଳ ପଡିଥିବା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷକୁ ମାରି ସେଠାରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚିସଢି ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଡର ହାଡ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଡଟି କଙ୍କାଳ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁର ଦାନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲା । ଦୁଇଟିଯାକ ହାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହି କଙ୍କାଳ ଦେହରେ ଏକ ହାପ୍‌ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଗଞ୍ଜିଟିଏ ଲାଗିଥିବା ଭଳି ଦିଶୁଛି । ବର୍ଷା ମାଡରେ ଶବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚିସଢି ଯିବା ସହ ଜନ୍ତୁମାନେ ଟଣାଭିଡା କରି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍. ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଞ୍ଚନାମା କରାଯାଇ ହାଡ କଙ୍କାଳକୁ ଏକ ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଗୁଡାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରାୟ ମାସକ ତଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୁଷ କି ମହିଳା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ପରେ ତାହା ଜଣାପଡିବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିଖୋଜ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଡିଏନ୍‌ଏ ସହ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ଡିଏନ୍‌ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା କଳାପଡି ପୋଡିଗଲା ପରି ଦିଶୁଛି ।

ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଓ ଗାଡକଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନାକେଦମ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ଓ ଗାଡକଣ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

୭୫% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ...

କରିବ । ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏନ୍. ଏସ୍. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତିନି ସେନାବାହିନୀ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଅଭିଯାନଗତ ଅବଦାନ, ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ସାହ, ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାର କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେନାବାହିନୀର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ଅବଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ– ୪ ବର୍ଷ ପରେ : ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡରରେ ଚୟନ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ– ୬ ବର୍ଷ ପରେ : ଏହା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେବା କରିପାରିବେ । ଏହି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୈନିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେନାବାହିନୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ । କାହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ । ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ସେନାବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୨ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀ ପଦବୀଠାରୁ ତଳସ୍ତରରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାରି ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ଅବଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେନାବାହିନୀକୁ ଯୁବ ରଖିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ 'ଅଗ୍ନିବୀର' କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସେନାବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରୁଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ 'ସେବା ନିଧି' ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଉଥିଲେ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନ, ସରକାରଙ୍କ ସମାନ ଅବଦାନ ଏବଂ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରାଶି ପ୍ରାୟ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମାସିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଏହା ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ଏହାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରାଶି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ଭାବେ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଜମା ହେଉଥିଲା । ସେବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଣ-ଅବଦାନଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସେନା ଛାଡୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କିମ୍ବା ପେନ୍‌ସନ୍‌ର ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା । ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ସେବା କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସିନେଟ୍...

ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନର ଶେଷ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ସିନେଟ୍‌ରେ ଛଅଟି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କାନ୍‌ସାସ୍ ଓ ଟେକ୍ସାସ୍ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ହାଉସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଡଜନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ୨୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ସଦନରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଧାନଗତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରେ । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ବିଧେୟକକୁ ଅଟକାଇବା, ସରକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବା, ସମନ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇବେ । ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ସହ ସିନେଟ୍‌ରେ 'ଫିଲିବଷ୍ଟର' ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧେୟକ ଉପରେ ଭୋଟିଂକୁ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ ।

ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ମାନେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତ ସହ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ । ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ଶୁଳ୍କ ନୀତି, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିସା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇପାରେ । ନର୍ଥ କାରୋଲିନାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ : ଜାମି ଏଜର୍ ହାଉସ୍ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରୟ କୁପର୍ ସିନେଟ୍ ଆସନରେ ମାଇକେଲ୍ ହ୍ୱାଟଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ



ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍‌ର ନମ୍ବର ଓ ସୁପରଫାଷ୍ଟରୁ ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍‌ର ନମ୍ବର ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୬୧ ହାୱଡ଼ା କଣ୍ଡାବାଞ୍ଜି ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୦୭୩ ସହ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୬୨ କଣ୍ଡାବାଞ୍ଜି ହାୱଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୦୭୪ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୭୧ ହାୱଡ଼ା ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୦୭୧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୭ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୭୨ ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡର ହାୱଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୦୭୨ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୩୪୩ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୬୩୫୯ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୨୭ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେହିପରି, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୬୪୪ ପାଟନା -ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୬୩୬୦ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର



୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର- ପୁରୁଣାକଟକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୪୧୧ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୪୧୨ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାନୁଆରୀ ୬, ୨୦୨୭ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। · ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୩ ପୁରୀ- ଯଶବନ୍ତପୁର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୪୨୯ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୦୮ ଅମୃତସର-ବିଶାଖାପାଟଣା ହୀରାକୁଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ନୂତନ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୪ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୭ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।

ଚୋରାମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ, ଜୋରିମାନା

ବାଲୁଗାଁ ,(ସବୁ୍ୟ):ଏକ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଚିଲିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦଳେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହିତ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନାତୁଣୀ ଥାନା ଗ୍ରାମର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ (୬୧)। ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୬ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଟିକା ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ନରୀକ୍ଷକ ଅଜତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ବାଲୁଗାଁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସଦଳବଳେ କାଳୁପଡା ନିକଟ ଚିଲିକା କୂଳ ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କେବିନ ପଛପଟେ ଶରତ ଏକ ଜରି ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗକୁ ତଲାସିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ୨୦ଟି ଆସ୍କା ଫୋର୍ଟି ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାଲୁଗାଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୧୪୦/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶରତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଲିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦଳେଇ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବଚାର କର ଉପରୋକ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଝ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବ ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।

ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର ମହା ଧନତେରସ୍ ଅଫର

ସମସ୍ତ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗହଣାର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ୫୦% ବିଶାଳ ରିହାତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବବୃହତ ଜୁଏଲାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ 'ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ' ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଭେଟିଦେଇ ଆସିଛି । ଧନତେରସ୍ ଓ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଭେଟି ଦେଇଛି ଶୁଭଭି, ଲାଭଭି ଓ ସମୃଦ୍ଧିଭି ପାର୍ବଣ ବଜାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନତେରସ ଅଫର । ଏହି ଅଫର୍ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ତ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗହଣାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ୫୦% ବିଶାଳ ରିହାତିର ଲାଭ ଉଠେଇପାରିବା ସହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନା ଗହଣା କ୍ରୟରେ ପାଇବେ ୮୦ ଜଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଲକ୍ଷପତି' ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ।



୮୦ ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ

ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମେହେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଧନତେରସ୍ ଓ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଏକ ମହାପର୍ବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଉପରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଆମେ ଏହି ଧନତେରସରେ ସମସ୍ତ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଗହଣାର ମେକିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ବିଶାଳ ରିହାତି ଭେଟିଦେଉଛୁ । ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥର ଧନତେରସ୍ ଓ ଦୀପାବଳିକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସହିତ ମିଶି ଆହୁରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରନ୍ତୁ । ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ କାମନା।"

ନନ୍ଦନକାନନରେ ମଣିପୁର ହରିଣ ଶାବକ ଜନ୍ମ

ବାରଙ୍ଗ,(ସବୁ୍ୟ) : ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପାନୋରାମା ଅଞ୍ଚଳର ଏନକ୍ଲୋଜର ନମ୍ବର-୧୧୦ରେ ଏକ ବିରଳ ମଣିପୁରୀ ହରିଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ଜନ୍ମ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ।ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମା' ହରିଣ ଓ ଛୁଆ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଟିମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଛୁଆଟିକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମା'ର ଦୁଗ୍ଧପାନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ହରିଣ ବିଶ୍ୱର ବିରଳତମ ହରିଣ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।ତେବେ ଏଭଳି ବିରଳ ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଓ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପଶୁପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।

ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ପରଲୋକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାଶ(ଟୁଟୁ ନନା)ଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ପତ୍ନୀ ଓ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ସେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ (ରବିବାର) ପଞ୍ଜାବର ୱାଘା ସୀମାନ୍ତରେ ସେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର କିଶୋରନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପରେ



ବିଧାୟକ ଇ. ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି, ମୁରବୀ ଓ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାଶ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ସତ୍ୟଶତ୍ରୁଜିତ ଦାଶ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାଶ କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପୁରୋହିତ ଭାବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭଗବତୀ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କିଶୋରନଗର ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

ମାଲାବାର ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : ମାଲାବାର ଗ୍ରୁପର ୩୪ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ (ନଭେମ୍ବର ୧) ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ନାଳାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲିସ୍ଥିତ ପିଏଚଡି ପଡ଼ିଆ, ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଅନୁଗୁଳର ଇକୋ ପାର୍କ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋକୁଳଧାମ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡସର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ସ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଶାସନ ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୃହତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ



ମାଲାବାର ଗ୍ରୁପର ୯,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲାବାର ଗ୍ରୁପର ଅଧକ୍ଷ ଏମ୍. ପି. ଅହମ୍ମଦ କହିଥିଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନୈତିକ ସୁଶାସନକୁ ସାମିଲ କରି ଇସିଜି ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ମାଲାବାର ଗ୍ରୁପ୍ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 'ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ୱାର୍ଲ୍ଡ', ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 'ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ହୋସ୍ଟ' ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୁପର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ଏସ୍‌ୟୁଡି ଲାଇଫ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ଯୋଜନା

ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାରକୁ ଋଣଭାରରୁ ମିଳିଲା ମୁକ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : ଷ୍ଟାର ୟୁନିଅନ୍ ଡାଏ-ଇଚି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ (ଏସୟୁଡି ଲାଇଫ) ର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବୀମା ଯୋଜନା 'ଏସୟୁଡି ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲସ' ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବକେୟା ଗୃହ ଋଣର ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ବୀମାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଜାଗର କରିଛି।



ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର–ହଳଦିଆପଦର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହଳଦିଆପଦର ଶାଖାରୁ ଗୃହ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଏସୟୁଡି ଲାଇଫ୍ ର 'ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲସ୍' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୬.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ଗୃହ ଋଣର ପରିମାଣ ୧୪.୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ବୀମା ଦାବି ବାବଦରେ ୧୩,୮୬,୯୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ନାଲ୍‌କୋର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, (ସବୁ୍ୟ) : ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ନବରତ୍ନ ଲୋକ ଉଦ୍ୟୋଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ନାଲକୋ), ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ରାଉନ୍‌ଫିଲ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୦.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୦.୪୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୧.୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଧାନିକ ଅନୁମୋଦନ, ରଣନୀତିକ ଭାଗୀଦାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ଅନୁଗୋଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପରିଧି ବିକାଶ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାଲକୋ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନୁଗୋଳ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଏମିରେଟ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ୍



ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି । ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୧୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନାଲକୋ ପକ୍ଷରୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମହଙ୍gା ପଡିଲା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ

ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାବାସୀ



ତେହେରାନ୍/ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସର ଉଭୟ ସଦନରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଏହା ଉପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ୍ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ "ଯୁଦ୍ଧକୁ ନା" ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ "ଏକ୍ସ" ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗାଲିବାଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିବେକ ହେଉ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧିପାଉଥିବା ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, ଆମେରିକାବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ସରକାର ନିଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନର "ନାଁ" ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ଅତ୍ୟାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକାରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜ ଦଳର ଏହି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଇରାନ

ତେହେରାନ: ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ଇରାକ ଏବଂ କତାରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବହନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଇରାନ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କମିଟିର ଉପାଧକ୍ଷ ଆମିର ହାୟାତ ମୋକଦ୍ଦମ ଇରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚାରି ଦେଶର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ଇରାକ ଏବଂ କତାରକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେରିକୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନଥାନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇରାନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ତେହେରାନ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଗମନାଗମନକୁ ସହଜ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଭାରତରୁ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ। ଚୀନ୍ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କାରଣ, ଏହା ବେଜିଂରୁ ରାଜନୈତିକ



ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇରାନ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଜାହାଜଠାରୁ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ, କିନ୍ତୁ କାତାର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଇରାକୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି।

ସୁନା ଦରରେ ଉତ୍ଥାନପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାୟ ରହିଛି ଚାହିଦା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୪।୧୧(ଏଜେନ୍ସି): ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୨୬ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଗୋଲ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ସୁନା ଚାହିଦା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୩୬୯ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୪,୨୬୨ ଡଲାର ରହିଥିବାବେଳେ ଚାହିଦାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୩୨୧ ଟନ୍ ସୁନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏବଂ ୨୦୨୪ର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତ୍ରୈମାସିକ ସଂଗ୍ରହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୬୭୫ ଟନ୍ ସୁନା କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ତୁଳନାରେ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭୌତିକ ସୁନା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ (ଇଟିଏଫ୍)ରେ ପୁଣି ନିବେଶ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ଇଟିଏଫ୍ରେ ୨୧୧ ଟନ୍ ସୁନା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ୨୦୨୫ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ ନିବେଶ ପ୍ରବାହ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ୬ ପ୍ରତିଶତ କମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଇଟିଏଫ୍ର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ୪,୨୫୬ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଭର ଦି କାଉଣ୍ଟର (ଓଟିସି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନା ଚାହିଦା ଗତବର୍ଷର ୧୦୧ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୪୩ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ସ୍ତରଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବରିଷ୍ଠ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ସୁନା ଚାହିଦା ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସମୟ ଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଇଟିଏଫ୍ରେ ନିବେଶ ପ୍ରବାହ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିପଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇଛି।

୩ ଦିନରେ ୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ବିଲ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଝିଅ

ୱାଶିଂଟନ: ଦୁନିଆର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଧନୀ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ହିସାବୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଫୋଏବି ଗେଟ୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଖୁବ୍ ଖୋଲା। ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ନିଜେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଝିଅଙ୍କ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,



ଫୋଏବିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଡଲାର ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମାଗିଥାନ୍ତି ଝିଅ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ହେଲେ ଝିଅଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଠିକ୍ ହିସାବ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଏପରିକି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେନେଇ ଫୋଏବି ସବୁବେଳେ ସତ କହୁନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ଶେଷରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଶିଖିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ମତରେ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନବୁଝିଲେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ବି ତାହା ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପର୍ବ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ୫୦ ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ



ମଧ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।
ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଣ୍ଡଳରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୫୦ ଯୋଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମୋଟ ୧,୬୮୨ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଣ୍ଡଳରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଆସି ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୩୪୨ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୩୫ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ୧,୩୪୦ ଥର ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଚାରବାଗ୍, ଆଲମନଗର ଓ ଐଶବାଗ୍ ଭଳି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବଢୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ହେଉଛି ରେଳବାଇର ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ସିଇସି, ଇସିଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲା : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍



ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୨୦୨୩ ଆଇନର ଧାରା ୧୬କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଧାରା ୧୬ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଅସଦ୍ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ବାହାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ନାଗରିକଙ୍କ ଦେୱାନୀ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ଧାରା ୧୬କୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରବରିଆ କାହିଁକି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମ-୬ ପୂରଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ। ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର ୧୯ରେ ହେବ।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା

ନୂ ଆ ଦି ଲ୍ଲି 1 : ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିୟା ଡାଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲୋରିଡାର ୨୨ତମ କଂଗ୍ରେସସିଆଲ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେସି ଆସ୍କରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଆମେରିକୀୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପିୟା ଡାଣ୍ଡିଆ ଓ କେସି ଆସ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା।ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ଘୋଷିତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡାଣ୍ଡିଆ ୫୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ



ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆସ୍କର ୪୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିୟା ଡାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ସେ ଦଶମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ପିୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଶିକ୍ଷା, ସୁଲଭ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ପରେ ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୨ତମ କଂଗ୍ରେସସିଆଲ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।ପିୟା ଡାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ପିଲାଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପାମ୍ ବିଚ୍ କାଉଣ୍ଟିରେ କଟିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ। ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ଆସି ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ।ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପିୟା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ।

ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁଣେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସକାଳେ ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି) ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାୱାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବିଠଲ ମଣିୟାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ମଣିୟାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୋଦୀ ପାୱାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିବା ମଣିୟାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ



ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଶରଦ ପାୱାର ନିକଟରେ ପୁଣେର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟା

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଭାରତ ବିଜୟୀ



ଅକଲାଣ୍ଡ,୪।୧୧(ଏଜେନ୍ସି): ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିଥିବା ଭାରତ ଦିନିକିଆରେ ବି ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ୫ ୱିକେଟ୍ (ଡିଏଲ୍ଏସ୍)ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ୧୮୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୧ ରନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୦)ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ପାଳି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ।

ଦଳୀୟ ସ୍କୋର୍ ୧୦.୫ ଓଭରରେ ୫୪/୧ ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ୧ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪୦ ଓଭରରେ ୧୬୭ ରନ୍ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ୨ ଓଭର ଖେଳାଯାଇଛି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩୨ ଓଭରରେ ୧୪୩ ରନ୍ ମିଳିଥିଲା।

କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦିଗରେ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ନାଥନ ବଲରେ ୱିକେଟକିପର ଟମ୍ ଲାଥମଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିଲ୍ (୩୬, ୫୫ ବଲ୍, ୫ ଚୌକା) ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ୧୧୩ ରନର ଭାଗୀଦାର ଗଢ଼ି ଭାରତର ବିଜୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲେ। ଗିଲଙ୍କ ପରେ ଜାକବ ଡଫି ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତର ବିଜୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଥିବା କୋହଲି (୭୪, ୫୧ ବଲ୍, ୧୩ ଚୌକା, ୧ ଛକା)ଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୦) ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୧୫)ଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (୩*) ଓ ନମନ ଧୀର (୫*) ଅପରାଜିତ ରହି ୫୬ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋହଲି (୮୭୪୧) ନିଜର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ପଛାଡ଼ାବନ ଦିନିକିଆ ରନ୍ରେ କିଂବଦନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (୮୭୨୦)ଙ୍କୁ ଟପିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ଓ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂକୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୪୦.୨ ଓଭରରେ ୧୮୫ ରନରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ୧୧ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର୍ ବ୍ଲେୟର ଟିକ୍ନରଙ୍କ ୨୩ ବଲ୍ରୁ ୧ ଚୌକା ଓ ୪ ଛକା ସହଯତାରେ ୩୪ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଦଳ ସମ୍ମାନ ଜନକ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଶେଷ ଓଭରରେ ଟିକନର ୩ଟି ଛକା ମାରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର୍ ୧୮୦ ପାର୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ୪, ଗୁରନୂର ୩, ଅଂଶୁଲ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ୪୬ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକାଇ ଘରୋଇ ଦଳର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ।

ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଅର୍ଶଦୀପ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ଘରୋଇ ଦଳ ମାତ୍ର ୪୫/୨ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (୩୮) ଓ ଡାରିଲ ମିଚେଲ (୨୮) ତୃତୀୟ ୱିକେଟରେ ୩୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ପାଳି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଶମ ୱିକେଟରେ ଟିକ୍ନର ଓ ଡଫି (୧୫*)ଙ୍କ ୪୫ ରନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଭାଗୀଦାର ହୋଇଥିଲା।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୪୨.୨ ଓଭରରେ ୧୮୫ (ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ୩୮, ବ୍ଲେୟର ଟିକ୍ନର ୩୪, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୩୦, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୪/୭୦, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ୩/୪୪, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ୨/୨୨) । ଭାରତ ୨୨.୪ ଓଭରରେ ୧୪୩/୫ (ବିରାଟ କୋହଲି ୭୪ , ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୩୬, ଜାକବ ଡଫି ୩/୪୯, ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍ ୧/୨୧, କାଇଲ ଜାମିସନ ୧/୩୪) ।

ବୋଲର-ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା

ଅକଲାଣ୍ଡ,୪।୧୧(ଏଜେନ୍ସି): ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ଆଉଟକୁ ଗିଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରୋହିତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମ୍ୟାଚର ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁରନୁର୍ ବ୍ରାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିମ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବ, ଭାରତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲି

ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ବିରାଟ କୋହଲି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ୫୪ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଆକଲାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ନିଜର ଇନିଂସର ୩୯ତମ ବଲରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଚୌକା ମାରି ଏହା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱର ୧ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (୮,୭୨୦ ରନ୍)କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ରନ୍ ୧୬୯ ଇନିଂସରେ ୮୭୨୨* ରନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୬,୮୦୧ ରନ୍) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ସ୍ମାରକୀ ମହାନ୍ତି ଏକକ ଅଗ୍ରଣୀ



ଭୁବନେଶ୍ୱର,୪।୧୧(ସବ୍ୟୁ): ସ୍ଥାନୀୟ କିଟ୍ ପରିସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚେସ୍ ସଂଘ ଏବଂ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ସଂଘ ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ମହିଳା ଫିଡେ ରେଟେଡ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଏସୀୟ ସ୍କୁଲ ଚେସ ଚାମ୍ପିଅନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ମାରକୀ ମହାନ୍ତି ଅପରାଜିତ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବଲ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନିଶା ମିଶ୍ର ପୁରୀ, ଯାଶୀତା ରାଉତ ଓ ରାଜ୍ୟ ୧୧ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଆର୍ଣିକା ଦାଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହାଙ୍କୁକ୍ତ ବେହେରା ଗଞ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଅଧ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ପୁରୀର ଅନିଶା ମିଶ୍ର ରଏ ଲୋପେଜ ଓପନିଙ୍ଗ ଆପଣାଇ ଗତ ବର୍ଷର ଚମ୍ପିୟାନ ଯାଶୀତା ରାଉତଙ୍କ ସହ ୪୫ ଟି ଚାଲରେ ଶାନ୍ତିରୁକ୍ତି କରି ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେବୁଲ୍ ରେ ଖେଳୁଥିବା ୧୦ ଥର ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଚେସ ଟାଇଟଲ ଜିଣିଥିବା ସ୍ମାରକୀ ଗତ କାଲିର ଘାତକ ଖେଳାଳି ସରଧା ଭାଗ୍ୟ କାମିନୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଓପନିଙ୍ଗ ରେ କୁଇନ୍ ପଟେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏକକ ଭାବେ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷକୁ କବଜା କରିନେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଟେବୁଲରେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସ୍ନେହାଙ୍କୁକ୍ତ ବେହେରା ୪୮ଟି ଚାଲରେ ଲଣ୍ଡନ ଓପନିଙ୍ଗ ରେ ନୈନିକା ଙ୍କୁ କଳାଦାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ମହିଳା ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି

ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ

ଭୋପାଳ,୪।୧୧(ଏଜେନ୍ସି): ଚଳିତ ମାସ ୧୯ରୁ ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ନାଥୁ ବର୍ଖେଦା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଏହି ୬ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଆଶାରେ ଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ ଭାରତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏହାପରେ ୨୧ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ୨୨ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ୨୪ରେ ଚୀନ୍, ୨୫ରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସହ ଜାପାନ, ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।



ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ଟେବୁଲର ଶେଷରେ ଥିବା ଦୁଇ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ୨୬ରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଓ କାଂସ୍ୟ ମୁକାବିଲା ୨୮ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ମାସରେ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭାରତ ୨୦୧୬, ୨୦୨୩, ୨୦୨୪ରେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା।



ସିବିଏସଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ: ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା



ଭୁବନେଶ୍ୱର,୪।୧୧(ସବ୍ୟୁ): ରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଠାରେ ସିବିଏସଇ ନେସନାଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ର ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥଲା।ଏଥିରେ ଆସୋସିଏସନର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମାଲ୍ଲିଆ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓ ଜେଏମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ତା ୨୬ରୁ ୩୧ରିଖ ରେ ଲୋନାଭାଲା, ପୁନେ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସିବିଏସଇ ନେସନାଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସରନ୍ୟା ମିଶ୍ର, ଯଶ ରାଜ ମହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ମହନ୍ତ, ଦିଭ୍ୟାଂଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନନ୍ଦା ପ୍ରଧାନଓ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମୋଟ ୬ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଭ୍ୟାଂଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ କାଂସ୍ୟ, ପୋମେଲ ହର୍ସ ରେ କାଂସ୍ୟ, ଭଲ୍ଟିଙ୍ଗ ଟେବଲ ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ମୋଟ ୩ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ମହନ୍ତ ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ କାଂସ୍ୟ, ଫ୍ଲୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ମୋଟ ୨ ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଓ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନଇଭେନ ବାର ରେ କାଂସ୍ୟ, ବଲାନ୍ସିଂ ବିମ ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ମୋଟ ୨ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦିଭ୍ୟାଂଶ ଓ ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଅଣ୍ଡର ୧୧ବୟସ୍ୟ ବର୍ଗ ରେ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଅଣ୍ଡର ୧୪ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ରାଜକନିକା କପ୍: ଗଣ୍ଡରପୁର ସେମିରେ

ରାଜକନିକା,୪।୧୧(ସବ୍ୟୁ): ରାଜକନିକା ଆଥେଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆର. ଏନ ହାଇସ୍କୁଲ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ଚାଲିଥିଲା ୪୫ ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜକନିକା କପ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ କାଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଆୟୋଜକ ରାଜକନିକା ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ବନାମ୍ଯୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ. ସି ଗଣ୍ଡରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗଣ୍ଡରପୁର ରାଜକନିକା କୁ ୪- ୧ ଗୋଲ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୪ର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ସମାଜସେବୀ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଓ ଶୁକଦେବ ରାଉତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଖେଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ଆଳି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ କନିକା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶିଳ୍ପପତି ସୋମନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଇଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଇନଜୀବୀ ଚିରଞ୍ଜିବି ଦାସ, ପିସିସି ସଭ୍ୟ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶରତ ରାଉତ, ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ପରିଡା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଉପସଭାପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଇଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ସେନାପତି, କୋଷାଧକ୍ଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଓ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସୁକାନ୍ତ ସିଂହ,ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ବେସ୍ରା, ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣେଶ୍ୱର ସିଂହ ଆଦି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ, ଗୋଲକ ବିହାରି ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଚ କମିଶନର, ସୋମ୍ୟ କାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଧାରବିବାରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ।

ଜିଏଫ୍ଆଇ ଗଲ୍ଫ ଟୁର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦ରୁ

ଭାଗନେବେ ୧୪୦ ଖେଳାଳି , ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସରେ ଖେଳାଯିବ



ଭୁବନେଶ୍ୱର,୪।୧୧(ସବ୍ୟୁ): ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କାର ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଘରେଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଜିଏଫ୍ଆଇ ଗଲ୍ଫ ଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାୟପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଭାରତର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଲ୍ଫ ମହୋତ୍ସବର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ (ବିଜିସି)ଠାରେ ଚଳିତ ମାସ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଗଲ୍ଫ ମହାସଂଘ (ଜିଏଫ୍ଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବ୍ ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଓ ବିଜିସିର ପାଖାପାଖି ୧୪୦ଜଣ ଗଲ୍ଫର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସାମିଲ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଜିଏଫ୍ଆଇ ଗଲ୍ଫ ଟୁରର ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଭାରତର ୨୮ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜନ ପରେ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହାର ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ନିଆରା ଅଭିଯାନ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।



Printed & Published by Satyanarayan Mohanty for Ashirbad Prakashan Pvt. Ltd. at its Press at Plot- 44 & 54, Sec.-A, Zone-D, M.I.Estate, Po.:Rasulgarh, Bhubaneswar -10. PBX-0674-7117711, News/Fax-2585740,2586665, TEL: 2585602, 0674-7117713, Advertisement : 0674-7117734 / 37, Circulation: 0674- 2583867, 7117718, Chief Editor: Dr. Gurukalyan Mohapatra, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ: ଡ. ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର, Editor: